IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক প্রবণতা ও কয়েকজন নির্বাচিত উত্তর-আধুনিক কবি

The trend of Bengali poetry in post-modern era : A selected few Bengali poets

ড. জয় কুমার দাস, সহকারি অধ্যাপক ,বাংলা বিভাগ ,মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়,আগরতলা, ত্রিপুরা ,ভারত

Dr. Joy Kumar Das ,Assistant Professor, Department of Bengali ,Maharaja Bir Bikram college ,Agartala ,Tripura India

Abstract

In post-modern era there is a vast scope for every discipline i.e, science, literature ,fine arts,social science, mythology, history, and philosophy which flourished in its own field. We started our journey in the wake of new decade to search the richness of writing poetry .To explore the depth of light in writing poetry, an attempt is been made in this study to trace few such renowned Bengali poets of post-modern era who have excelled themselves with rich literature in this field.Thus, in this context the present paper will discuss few contributions made by the poets like - Afzal Ali, Utpal Kumar Basu ,Gouranga Mitra,Johar Sen Majumdar, Nurul Ameen Biswas, Pinannki Ranjan Samanta ,Malay Roy Chaudhary and Prabhat Choudhury .Poet Afzal Ali's central theme of poetry is to spread message to the whole periphery of human society. While reading Utpal Kumar Basu's poetry one can find the changing trend of modernity to post- modernism in society in a multilinear way.Poet Gouranga Mitra's poetry reveals that from the very beginning his style of writing poetry was inclined with post-modernism flavour. The series of "sahitya tika"containing various aspects of poetry helped Jahar Sen Majumdar to be popular in this arena .All his poetries gives a message of rich amalgamation of tradition and modernity. To understand poet Nurul Ameen Biswas ,the reader first of all have to understand the inner meaning of his poetry on post-modernism and there after, the reader themselves have to create a situation by their own to frame their own poetry. Another post- modern poet Pinaki Ranjan Samanta's poetries highlight the bypass surgery that the poet has done in his poetry which takes the reader to the world of civilization. Post-modern poet do not only break the traditional writing style of poetry ,but at the same time new words, new vocabularies are been added to give a new style of writing in the post modern era keeping away the trend of modern era. In this context it is pertinent to highlight poet Pranab Paul .Poet Prabir Das no doubt is another post- modern poet who have thrown light by his rich collection of poetry i.e.,"sanik jibon-er kayak chhatra". In this reference poet Malay Roy Chaudhary attains a special attention for his very famous post modern poem entitle "jakham". Poet Prabhat Choudhury's excellent writing style of poetry helped the post- modern literary world in a great manner.His unique writing style of poetry has brought forward the different features

of various poets of post-modernity, as well as he himself brought a new taste of writing poetry in this post- modern era. As society is dynamic so also human life and poetry. As society changes with human life ,in the same way the trend of writing poetry also changes. As change is the law of nature ,human being are bound to change and with that the essence of poetry i.e., the trend , writing style,use of different words, new situation and environment of writing of poetry also changes. It is evident that as society passes through different stages, so also poetry passes through different stages i.e. ,from tradition to modernity and to post modernity.

Key words : post-modern, trend,desiciplin, social science, multilinear, modern poet, society, change , tradition.

কারো মতে উত্তর-আধুনিকতা হলো, যার ভেতর একসাথে বহু ভাবনা প্রতিফলিত হয়; যেখানে সহজে দাঁত বসানো কঠিন। আবার কেউ কেউ মনে করে উত্তর-আধুনিকতা হচ্ছে জীবনের বহুমাত্রিক রঙমিশেল এক অন্তর্মুখীন অনুভুতি। উত্তর-আধুনিকতা বৈচিত্র্যময় জীবনের বিরহ-বেদনা-আনন্দ-হতাশা আর আক্ষেপের পলিপড়া ভাবনার এক বিচিত্র সঙ্গম। উত্তর-আধুনিকতা শব্দটার ইংরেজি প্রতিশব্দ পোষ্ট-মর্ডানিজম। এর ব্যাপ্তি বিশাল : বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং অবশ্যই দর্শনের ব্যাপকতার জঠরে বেড়ে উঠেছে এই সাম্প্রতিক বোধ। আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছি এক নতুন যুগের ভোরে। এই ভোরের দিশারী হলেন মিশেল ফুঁকো, জ্যাক দেরিদা, জ্যা ফ্রাংকুস লিওটর্ড, রিচার্ড রোটি, জ্যা বুডিলার্ড, ডগ্লাস কেলনার, ফ্রেড্রিক জেমসন, এমানুয়েল লেভিন্যাস, স্ল্যাভয় জিজেক, জিল দলুজ, গায়িত্রি স্পিভাক প্রমুখ । উত্তর-আধুনিকতা বিশেষ কোন একটা নাম নয়, বরং এটা একটা প্রবণতা বা চিন্তার-মননের গতি প্রকৃতি যার মধ্য দিয়ে সহস্র বছরের নির্মিত অনেক সৌধ ভেঙে গেছে অবলীলায়! চিরন্তন সত্য নিয়ে যাদের এতদিন অহংকার ছিল তাদের বিশ্বাসের ওপর সাংঘাতিক এক আঘাত এনে দিয়েছে এই নতুন চিন্তা। রিচার্ড রোটি-র ভাষায়, সত্য হচ্ছে কোন বাক্যের এক বিশেষ ধরণের গুণ, যেহেতু বাক্য নির্ভর করে শব্দ সমাবেশের ওপর, আর শব্দ গড়ে ওঠে মনুষ্য ব্যবহারের ওপর তাই সত্য সত্যগুলো প্রকারন্তরে জীবনকে ঘিরেই। এটাকে অনেকেই বলছেন সাংস্কৃতিক রূপান্তর, গতিময় মহাবিশ্বের অকৃত্তিম চিত্র।আমাদের প্রচলিত চিন্তা ভাবনার গতিপথ বেয়ে অজস্র নতুন পথের গতিমুখ উৎসমুখ ছাড়িয়ে ধাবিত হয়েছে নব চেতনার মর্মমূলে। এই নতুন পথ আর বহু পথের বৈচিত্র্যময়তার এক সংশয়ী মিশ্রণ হচ্ছে উত্তর-আধুনিকতা।আর তাই মানব হৃদয় নিজের অজান্তেই গেয়ে উঠেছে "বিদারিয়া/ এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ/ সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ/ অন্ধ কারাগার—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া, / কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,/ শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে,/ প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভুলোকে/ প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে, / পুরবে পশ্চিমে; " (বসুন্ধরা, রবীন্দ্রনাথ) সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য,শিল্পকলা এমনকি বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা যে জগতের ব্যাখ্যা পাই সেটাকে অনেকাংশে বাতিল ও অসম্পূর্ণ মনে করে উত্তর-আধুনিকতা। কেননা পূর্বে যে সুস্পষ্ট বিভাজন ছিল ভালো মন্দের, ন্যায় অন্যায়ের, উঁচুতলা নিচুতলার সেই তথাকথিত বিভাজন উঠে গেছে উত্তর-আধুনিক চিন্তায়। যত মত, তত পথ – এই ধারণাটাই বিশেষভাবে নতুন যুগের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। উত্তর-আধুনিকতা বহুত্ববাদী সমাজের এক অবিচল চিত্র।আমাদের বৈচিত্র্যময় এই মানব সমাজে নানা রকম মানুষের বাস। সাদা-কালো, অলস, কর্মঠ, চতুর, সৃষ্টিশীল, , নাস্তিক, ধার্মিক, সমকামী, গোঁড়া, মুক্তমনা, বহুগামী, একান্নবর্তী, সিঙ্গুলার, একক অভিভাবক, ডিভোর্সি, এক ঈশ্বরবাদী, বহুশ্বরবাদী, মিস্টিক, সূফী, কবি, দার্শনিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ইত্যাদি নিয়ে আমাদের মানব সমাজ। যত মানুষ তত তাদের ভাবনাচিন্তা, তত তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা। সংস্কৃতির বিভাজনও তত

উত্তর-আধুনিকতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুসংস্কৃতিবাদ। বিশ্বসভায় সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ অত্যন্ত অপরিহার্য এক ঘটনা; প্রতিটা ভাষা, তাদের নিজস্বতা, জীবনবোধ, এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া আলাদা আলাদা। উত্তর-আধুনিকতা বিশেষ কোন অবস্থান থেকে এগুলোকে না দেখে প্রত্যেকটাকে মূল্যবান মনে করে।

বিনির্মাণ উত্তর-আধুনিকতার প্রাণ। বিনির্মাণের ভেতর দিয়ে নির্মাণ হয় নতুন এক মনভঙ্গি, নতুন জীবনবোধ বা টেক্সট।

উত্তর-আধুনিকতায় আছে জীবনের ঘনিষ্ঠতা; আছে স্বাধীনতা, আছে মুক্তি।১

আলোচনার শুরুতেই আমরা ঝিনাইদহ জেলার কবি আলীনূর রহমান ওরফে বঙ্গ রাখাল বা শুভ্র নূর বাবুর কবিতা পড়ে নেবো। যেহেতু তাঁর কবিতায় রয়েছে বদলে যাওয়া গ্রামীণ জীবনে নাগরিক অস্থিরতা,বিশুদ্ধ প্রেম খুঁজে বেড়ানোর স্মৃতিকাতরতা এবং উত্তর-আধুনিকতার ঝোঁক। ২

"যৈবতী কন্যা ইশকুলে গেছে-

মাটির পাত্রে জমা করে রাতের আঁধার!

মাস্টারমশাই মেয়েটির গতরীয় বিরানপথ ধরে হাঁটে!-

সরষে মরিচের পেটে আজ নীলবৃক্ষের বিপন্ন চিরকুট...

(যৈবতী কন্যা ইশকুলে)

আগুন নিয়ে এখন খেলতে ভালোবাসি

আমি ভুল পথের পথিক হলেও জরাগ্রস্ত বৈরাগী নই

যৌনতায় কিনে রাখি নির্বাসিত প্রেম

নারীর অবিরাম আতাফলে নিমগ্নরাত...

(নিমগ্নরাত)

নতুন করে এক ফোঁটা রোদ তুলে ধরি হাতে

মেকি ভালোবাসা লিখতে গিয়ে

রক্ত ঝরাই তোমার চোখে! (কলঙ্কিত দুপুর)

পাখির ঠোঁটে মায়ের চলে যাওয়া ভাটফুলের গন্ধ-

গভীর রাঙা সন্ধ্যায় একজন বৃদ্ধা মাকে জড়িয়ে প্রতিদিন হাঁটি-

সে আমার কেউ না তবু মায়ের মত তোমার আমারই হারানো অতীত! (মা)

পোস্টমডার্ন যুগের কবিতার নিবিড় পাঠ প্রসঙ্গে সমালোচক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য : "আধুনিকরা গণহত্যার পেছনে ষড়যন্ত্র খোঁজেন, রাজনীতি খোঁজেন। পোস্ট-মর্ডান কবিরা হত এবং হত্যাকারী উভয়ের যন্ত্রণাকেই চিহ্নিত করেন। ....গণহত্যার সঙ্গে জড়িত হত্যাকারীকেও কেউ একজন আত্মিক ভাবে হত্যা করছেন। আর তখনই হত্যার সংখ্যা বেড়ে যায়। হত্যাকারীর নাম বদল ঘটে যায়। এই দৃষ্টি যাঁদের তাঁরা কেউ আধুনিক নন , তাঁরা উত্তর আধুনিক। আধুনিকরা বলেন -ওখানে গণহত্যা হয়েছে। হত্যাকারীরা অমুক চিহ্নের লোক। পোস্ট-মডার্ন কবিরা বলেন ওখানে গণহত্যা হয়েছে। হতদের সঙ্গে হত্যাকারীদের 'লাশও' পাওয়া গেছে। এই হল একরৈখিক এবং বহুরৈখিকতার পার্থক্য। আধুনিকরা যখন পাঠকের দৃষ্টিকে মাত্র একদিকে সঞ্চালিত করেন তখন তারা হত্যাকারীর 'লাশ'কে দেখিয়ে পাঠকের দৃষ্টি বহুদিকে ছড়িয়ে দেন।" ৩

পশ্চিমবঙ্গের ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত দশঘড়ার নিকটস্থ গঙ্গেশ নগর গ্রামের উত্তর-আধুনিক কবি 'কবিতা পাক্ষিক 'এর অন্যতম সম্পাদক আফজল আলি। পৃথিবীর এক অনাবিস্কৃত সৌন্দর্য সন্ধানী কবি আফজল কবিতাকে কেন্দ্র থেকে প্রান্তিকের পানে ছড়িয়ে দেন :

কলাবতীদের ইশারা পেয়ে সংকেত গুলো সজ্জাবিন্যাসের দুই পরিধি ও জ্যা- এর মাঝ বরাবর হাঁটতে গিয়ে বেড সুইচের আলোয় থমকে দাঁড়ায়। সময়ের আস্বাদ বুঝে ভিন রাজ্যের স্বপ্নচিহ্ন উঁকি মারে ঘরে । আমি না মানি শাসন, না হলুদ ,না চিরন্তন । ন্যায় চাবুক হাতে কুলবিতানদের আলপিন নৃত্য।(শ্যালুট)

দাগ ,যন্ত্রণা ,অস্থিরত আর কাঁটা এই শব্দ প্রয়োগ কবিতার রঙে এসে মেশে আধুনিকতা থেকে বেরিয়ে আসার নতুন কোন পথেরই সন্ধান দিয়ে যায় :

তা হোক ,কিছুটা ছড়ানোর দাগ নিয়ে আমি তৈরি হচ্ছিলাম আরো তীব্র না -হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে আমার যন্ত্রণা মাথার এদিক থেকে ওদিক গায়ে অস্থিরতা চড়লে আঁচিলের মধ্যস্থ ঘনত্বের মাঝে ভাবনাগুলো স্বত:সিদ্ধ তাই বলছিলে জীবিকা একটি রূপান্তরের নাম যা কাঁটার মতো বেঁধে । (জীবিকা একটি রূপান্তরের নাম।)

কলকাতার ভবানীপুরের পঞ্চাশ ষাটের দশকের কবি উৎপল কুমার বসু প্রথাজর্জর নন্দনের নিকুচি করে ,প্রচলন প্রকরণের সীমানা ভেঙে মানবীয় অভিজ্ঞতার অতি চেতনা স্তরকে এক অভাবিত রূপ কুশলতায় কবিতা করে তুলেছেন।কবিতাজীবনের প্রারম্ভপর্বেই জীর্ণ-পুরাতনের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধেছে। হাংরি প্রজন্ম আন্দোলনের আভায় নিকষিত ছিল তাঁর কবিতাচিন্তা ও প্রকাশভঙ্গি। এই আন্দোলনসূত্রে ১৯৬৪-তে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা পর্যন্ত জারি হয়; ফলত যোগমায়া কলেজের অধ্যাপনা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় তাঁকে। কবিতা লেখা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছেন বটে কিন্তু কবিতার জন্য কোন আপোষরফায় স্বাক্ষর করেননি। ভূতাত্ত্বিক জরিপ ছিল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের বিষয়। দেশে-বিদেশে এই বিষয়ে নিবিড় অধ্যয়ন তাঁকে উপহার দিয়েছে কবিতাভিজ্ঞতার নতুনতর বলয়। বলা হয়- কবির জন্য কোনো অভিজ্ঞতাই ঊন বা গুরুত্বহীন নয়; উৎপল ভূতাত্ত্বিক জরিপের কলাকঠামো অনুধাবনের গোপন-গহন গভীর নির্জনপথে নিক্ষেপ করলেন তাঁর প্রখর কবিতাদৃষ্টির রঞ্জন। তাই সমসাময়িকের সহস্র ভিড়ে শুরু থেকেই তাঁকে আমরা পাই যেন এক নিরালা-নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো। যুগপৎ আপন প্রতিভা ও মহিমায় যেন ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছেন তিনি। ৪

তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় উত্তর-আধুনিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ার মতো। এই সময়ের কবিতাগুলি অনুশীলন করলেই অনুধাবন করা যায় তিনি আধুনিকতা থেকে ক্রমশ সরে আসছেন। তাঁর কবিতায় প্রায়শই বহুরৈখিকতার লক্ষণ ফুটে উঠে :

যখন বিকেল বেলায় লোকে সিঙ্গারা খায়, জিলিপি খায় ,জল কচুরি খায়, চায়ের দোকানে ভিড় করে আর রোল কর্ণারে দাঁড়িয়ে পড়ে, যখন কফি -শপে -য়ে জল ফোটে, উষ্ণ নুডল গরম তাওয়া থেকে ,যখন ক্যাসেটের দোকানে ঝলমল গান বেজে ওঠে, যখন চুল বাঁধা ফিতেটা দাঁতে চেপে মেজদি ছাদের আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখে- ওমা, ওরা সবাই এসে গেছেন পড়ন্ত আলোর দেবতা ,কমলেকামিনী, রাত্রির কিন্নর, বরাহ অবতার, রাক্ষসদল ,অশ্বিনীকুমার দু'জন তাঁদেরও আড়ালে মারাঙবুরু পাহাড়ের সিঁদুরমাখা পাথর খন্ড, শিরিষ গাছের ঝুলন্ত নরদেহ ,গায়ে আগুন লাগা অসুরপন্তি- তখন এই পণ্য শহর কলকাতার উপর ,সবাইকে নমস্কার জানাতে, ধীরে ধীরে, অন্ধকার নেমে আসে।(সলমা -জরির কাজ ১০)

উৎপল কুমার বসুর' টুসু আমার চিন্তামণি' কবিতা গুচ্ছের খন্ডে খন্ডে চেতনা ও প্রেমের বিস্তৃতি। তাঁর এই কবিতাগুলিতে একটা বিষয় স্পষ্ট -আধুনিকতার পাশ কাটিয়ে কবি যে উত্তর আধুনিকতার দিকে পা ফেলছেন সেটা। রুদ্ধ জলগভীরের ধ্বনিমালা ভাঙতে ভাঙতে অতঃপর- চাঁদ দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় কেন্দ্রীয় কৃষি সমবায়, শান্তি বেগমকে একা উঠে যেতে দেখেন নববাথরুমে, প্রিয়তমার চুলের ভিতরে দেখলেন ভারতীয় ভূমিজরিপের যন্ত্রগুলো শুয়ে থাকে, তাজমহলের গায়ে বসে থাকতে দেখেন শকুন। শুনলেন গাছে গাছে কোকিল 'কোকেইন কোকেইন' বলে ডাকছে আর তাঁর স্বপ্নের ভিতর দিয়ে চলে যেতে থাকে আরোহীবিহীন পদ্মাবোট। জীবন ও কবিতা উৎপল বসুর কাছে অভেদার্থে ধরা দেয়। তাই 'পুরী সিরিজ'-এর শেষ কবিতায় আমরা পড়ে থাকি : ৫

তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদামপাহাড়ে।

আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদামপাহাড়ে।

নয়ের দশকের কবি গৌরাঙ্গ মিত্র উত্তর আধুনিক যুগের এক বিশিষ্ট শিল্পী। কবিতা লেখার প্রথম থেকেই উত্তর আধুনিক ঘরানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কবি। কবিতার শিল্প তৈরি করার ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা ছিল খুব স্মার্ট এবং নির্মল আর ঝরঝরে। নানা রকম তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর কবিতা সাজাতেন। তাঁর কবিতায় সবসময়ই পাওয়া যেত নতুনত্বের স্বাদ ;একটি অভিনব বার্তা- যা পাঠককুলের কাছে প্রজ্ঞা ও মননে সঞ্চারিত হয়।স্যাটায়ার ধর্মী কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন তিনি। কোথাও এতটুকু মেদ বা অতিকথন থাকে না তাঁর কবিতার স্তবকে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য পেশ করতেন কবি তাঁর কবিতার শরীরে। খুব সাধারণ বিষয়কে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা ছিল কবি গৌরাঙ্গ মিত্রের। সজীবতা তার কবিতার একটি বিশেষ গুণ যেহেতু নিজের হোমিওপ্যাথি পড়াশোনা ছিল ,সেহেতু কবিতায় অনেক হোমিওপ্যাথি টার্ম লক্ষ্য করা যায় তার কবিতায়। কোনোরকম জটিলতা থাকে না তাঁর লেখায় গায়ে।সারল্যে ভরা কবিতার বুনন কবির। পরিণত বয়সের সাথে সাথে তাঁর কবিতায় এসেছে সাবলীলতা ;নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করার! এই ভাবনারই একটি কবিতা এখানে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হলো :

যে বিপন্ন তাকেই দোষ দাও ,

যে ক্ষতবিক্ষত তাকে আহত করো, যে লজ্জায় মরে যাচ্ছে তাকেই লজ্জা দাও

যে কর্তব্যবিমূঢ় তাকে হক চকিয়ে দাও--

জানি এইসব কাজে তুমি পটু তোমার জ্ঞানের ক্ষেত্রফল -পরিসীমা আমার জানা হয়ে গেছে, তোমার সিলেবাসের মতো মুখের ছবি

ডিজিটাল ক্যামেরায় ধরা আছে। (দোষ)

কবি জহর সেন মজুমদার ১৯৬০ সালের ২৬শে জানুয়ারি উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত আড়বেলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পোস্ট মডান পর্বের একজন জনপ্রিয় কবি তিনি। তাঁর ভাষা প্রয়োগ ও ভাববস্তু সম্প্রসারণের যে দক্ষতা পাঠক তাঁর কবিতা পাঠ করে সেটা বুঝতে পেরেছে। কবি বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি কবির ভাবনার মর্মমূলেও রয়েছে নতুনত্বের আস্বাদন । বলাবাহুল্য ,'সাহিত্য টীকা' সিরিজ কবিতাগুলির জন্য তিনি কবিতা প্রেমীদের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটা মেলবন্ধনের সচেতন প্রয়াস কবি জহর সেন মজুমদার করেছেন :

এটি একটি নাটক। মুরারি মিশ্র যখন নাটকটি লিখছে, তখন তার পোষা বিড়ালের মৃত্যু ঘটেছিল। এই পোষা বিড়ালটি একদিন গোধূলি থেকে নেমে এসে নুন ও রক্তে মিশে গিয়েছে। আমরা যারা নুন ও রক্তের খাঁচায় গর্ভপাতের ক্লিনিক বসাতে ব্যস্ত, তারাও আজ দেখি কয়েকজন পুরানো মেয়ে মানুষ ফলিডলের শিশি হাতে সর্পিলহিমতান্ত্রিকের পাশে গোল হয়ে ঘুরছে।(সাহিত্য টীকা: মুরারি মিশ্র)

কবি জহরসেন মজুমদার এর কবিতা একই সঙ্গে গল্প এবং গল্প ভাঙ্গার গল্প । আখ্যানকে ইঙ্গিত করে শব্দার্থে নতুন গজানো ডানা ভাষার দূরবর্তী নির্যাসটুকু ধরে আনে যা গল্পের বিরুদ্ধ মুখ ,তাই কবিতার এক তৃতীয় ভাষ্য । বলা যায় , উপেক্ষিত তৃতীয় বিশ্বের সেই স্বর, আসলে তা সমকালীনতাকে আঘাত করে নিজের বক্তব্যের আসল তাৎপর্য ছুঁতে পারে। ৬

নুরুল আমিন বিশ্বাস একাধারে বাংলা উত্তর আধুনিক কবি, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক এবং সম্পাদক। প্রায় তিন দশক ধরে 'অন্য শাব্দিক' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন দক্ষতার সাথে। নৌবাহিনীতে এবং ব্যাংকে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও রয়েছে কবি নুরুল আমিন এর। কবির হাতে ফলেছে : হৃদয় খোঁজে মাটি, মরুতৃষা, পরবাসে যাবে কৃষ্ণচূড়া, নিষিদ্ধ কবিতার হার মাস ,জলপোকা, আগুনের তৃষ্ণা, আদম ইভ পদাবলী, অসুখের দিনলিপি, ঈশ্বর হস্তান্তর বিষয়ক, ঋতু বদলের ধারাভাষ্য, সন্ধের সনেট, কলাবৌ ধানকাব্য ,কাব্য সমগ্র ১ ইত্যাদি। ভাষা ও শব্দ চয়নে স্বতন্ত্রতা ছিল কবি নুরুল আমিন এর সৃষ্টির মৌলিকতা। তাঁর লেখা' ঈশ্বর হস্তান্তর বিষয়ক নোট' কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায় কবির কবিতার ব্যতিক্রমী অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির কথা। শুধু কি তাই? আসল কথা হল- নুরুল আমিন বিশ্বাসকে বুঝতে গেলে কবিতা পাঠককে প্রথমেই জানতে হবে যে ,পোস্টমর্ডান কবিরা কিছু তথ্য পরিবেশন করবেন আর পাঠক তার প্রয়োজনমতো কবিতা সৃষ্টি করে নেবেন। অনেকটা পাঠককে অধিকার ছেড়ে দেওয়ার মতো।নুরুলের 'ছাই -২' থেকে এরকম একটি কবিতার নমুনা তুলে ধরা হলো :

নাম : ভাবনা মন্ডল

বয়স : মহাকাল

শিক্ষা: ন্যাকামি

পার্মানেন্ট ঠিকানা: নেই

বর্তমান ঠিকানা :বইমেলা। মুন্সিগলি। যেকোনো একটি। যোগাযোগ : কফি হাউস

উত্তর-আধুনিকতা চেতনার কবি পিনাকী রঞ্জন সামন্ত তাঁর কবিতার শরীরে বাইপাস সার্জারি করে কবিতার পাঠককে নিয়ে যান ক্যান্টিন সভ্যতার জগতে। ব্যতিক্রমী সাম্প্রতিক কবি পিনাকী রঞ্জন কবিতা প্রিয় পাঠকের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলেন অভিনব যাত্রার আকাঙ্ক্ষা। বীজগাণিতিক ভাষায় বিদ্যাসাগর সেতু ও রবীন্দ্র সেতুর সমীকরণ ঘটিয়ে পাঠককে অবাক করে দিয়েছেন কবি পিনাকী রঞ্জন 'কেন আমি অংকে শূন্য পেয়েছিলাম' কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে।

উত্তর আধুনিক পর্বের কবি প্রণব পালের জন্ম ১৯৫৪ সালে ৫ই ডিসেম্বর মাসে।ভাষা বদলের কবিতা ,একলা অর্কেস্ট্রা, শাস্ত্রহীন চলার বেদনা, ভাষা বদলের পদ্য,ভাষা বদলের গদ্য, রোদগ্রাফ,যাযাঘর, আগুন অ্যালবাম ,ক্যানভাস সত্তর (সম্পাদিত সংকলন) এবং ভাষা বদলের মন্দাক্রান্তা ও অন্য কবিতা ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। সৃজনশীল শিল্পী প্রণব প্রচুর নতুন নতুন বাংলা শব্দ তাঁর পদ্যে সৃষ্টি করেছেন । পোস্টমডার্ন কবি শুধু কবিতা ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে যুক্তিকে ভাঙছেন না ,শব্দ গঠন রীতিতেও আধুনিকতা থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন বলেই মনে হয়। এখানে উদাহরণ হিসেবে আমরা 'ভাষা বদলের কবিতা /১৬২' থেকে পংক্তিমালা তুলে ধরতে পারি :

ও পঞ্চাশিনী । তোর জঙঘা ছোঁয়া স্কুটার শুধু ছুটে যাচ্ছে। আজ বসন্ত ক্ষুধায় । রাস্তা দু'দিক তাকিয়ে। জিজ্ঞাসা চিহ্নের চোখে রঙিন পোস্টার জং পড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায় । আঁচলের চুম্বন থেকে টান খুলে ব্রিজ বেয়ে গড়াচ্ছে বয়স। নতুন মুদ্রার হেলমেট ছুটছে আগামীকালের বারান্দায় । আবার বেজে উঠছে শব্দ জিয়াম, বেজে উঠছে লিখিত কোরাস।

কবি প্রবীর দাসকে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি পোস্ট মডার্ন পর্বের লেখক।কাব্যের ভুবনে তাঁর পা রাখা 'পড়ন্ত বিকেলের সাথে সংলাপ'-ময় এক মেঘ দিনে। 'উন্মাদপর্বের দু'চার কথা' বলতে বলতে কাব্যময় গদ্যে তাঁর লিখে ফেলা কাব্য 'সৈনিক জীবনের কয়েক ছত্র' :

"বিষাক্ত হাওয়ায় ক্যান্টনমেন্ট দূষিত করে হু হু করে বেড়ে উঠে, ঘিরে ঘিরে চারধার এরা 'কংগ্রেস ঘাস'। বেজিমেন্টাল হাবিলদার- মেজর কংগ্রেসঘাস কেটে ফেলার জন্য প্রতিদিন ১০০ জন সৈনিক 'ডিটেল' করে। আমি প্রথম চিনিছিলাম যে বাইওয়ালা ক্যান্টনমেন্টে- সেখানে থেকে বৈঁছিগ্রাম , পিয়ারলেস হসপিটাল কতদূর...."

হাঁটতে হাঁটতে 'উড়ন্ত ছায়ায় ঢাকা' মেঘের নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর শব্দের কাছে 'সমর্পণ', অনুধ্যানে স্থির জলে তাকিয়ে থাকা 'শনশন হাওয়ার সময়'। তিনি ষাট ছুঁই ছুঁই কবি প্রবীর দাস। 'অসময়ে চন্দনবনে' এই কবি 'প্রিয় ফুলের নেপথ্যে' বসেই লিখেছেন একে একে পঁয়ত্রিশটি কাব্যগ্রন্থ। 'ধ্বনিময় সংগীতের অভিমুখে' শব্দের সাধনায় 'মেহগনি গাছ থেকে সন্ধ্যার চাঁদ'-এর অপূর্ব শোভায় চার দশকেরও বেশি সময় মগ্ন রয়েছেন প্রবীর। বীরভূমের জুবুটিয়া গ্রামে জন্ম হলেও '৯৭ সাল থেকে তিনি শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতক কবির কর্মজীবন শুরু শিক্ষকতা দিয়ে। পরে চাকরি নেন সেনাবাহিনীতে। একসময় সে চাকরি ছেড়েও দেন। কাজ নেন জীবনবীমা নিগমে। কয়েকশো লিটিল ম্যাগাজিনে নিয়মিত কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈনিক জীবনের পরিভাষাকে সম্বল করেই লিখে চলেন বধ্যভূমির 'একসরে রিপোর্ট'। শান্তিনিকেতনের 'ছায়াময় পথ' শেষে, পশ্চিম গুরুপল্লিতে নিজের লেখার টেবিলে বসে 'অলৌকিক পিছুটান'-এ লেখেন, 'হৈমন্তী ঝড় ও পলাশ শিমূল'। কোনও নির্ঘুম রাতে এও লেখেন, 'দূরে কোথাও ঝাঁক ঝাঁক পাখির উড়ে যাওয়া/ উড়ন্ত কাগজ কুচির সঙ্গে স্মৃতিতে উথালপাতাল হাওয়া'। নব্বইয়ের দশক থেকে প্রবীর সম্পাদনা করছেন 'আজকের কবিতা' পত্রিকা। ৭

এই পর্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট মডার্ন কবি মলয় রায়চৌধুরী । উল্লেখিত কবির 'জখম' একটি পোস্ট মডার্ন কবিতা । জখম কবিতার প্রতিটি ছত্রে আছে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায় চৌধুরীর সেই সময়ের মনস্থিতির বোধ ও উপলব্ধি আর একাকিত্বের খোলামেলা জবানবন্দী ।

গত সহস্রাব্দ শেষের লগ্নে পোস্টমর্ডান আন্দোলনের ছোট হলেও পায়াভারি ঢেউ উঠেছিল বাংলায়। মলয় রায় চৌধুরী-সমীর রায় চৌধুরীরা হাংরি আন্দোলনের ওভারকোট তখন খুলে রেখে, পোস্টমর্ডান চক্করখোপ পোশাক গায়ে দিয়েছেন। এমন আরও বেশ কয়েক জনের নাম করা যেতে পারে, যাঁরা পোস্টমর্ডান লেখক হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে হাততালি কুড়িয়েছেন। প্রভাত চৌধুরী ও তাঁর পত্রিকা সেই পোস্টে নিজেদের নোকোটি বেঁধে দিল তখন। ওই যে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রান্তিকের কবি 'কবিতাপাক্ষি'কে নিজেদের প্রকাশ করে চলেছেন, তাতে ওই পোস্টমর্ডান তত্ত্বও এঁটে গেল। প্রভাত চৌধুরী তাঁর নানা গদ্যে সেই সব নানা কবির লেখা বিচার করে পোস্টমর্ডান নানা গুণ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বার করলেন। নিজের লেখা থেকেও ভূরি ভূরি তেমন চিহ্ন আবিস্কার করলেন। এক দিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরি, এবং সেই যোগ্যতা বলে পোস্টমর্ডান কবিতা

লিখছেন। তাঁর বিচারে তিনি সেই সব লেখাই লিখে চলেছেন, যা রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে লিখতেন। ৮ 'উত্তরাধুনিক' বা 'পোস্টমডার্ন' (Post Modern) – বিশ্ব সাহিত্যে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যেও আজ বহুল আলোচিত একটি শব্দবন্ধ। তবে উত্তরাধুনিক সাহিত্য মানে যে শুধুই বিদেশী সাহিত্যের ছায়া অবলম্বন করে চলা নয়, বরং তার একটি নিজস্ব আঞ্চলিক চেহারাও থাকতে পারে, সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার মতো সাহিত্যিক খুব বেশি জন্মাননি। আর সেইসব সাহিত্যিকদের সামনেই একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছিলেন কবি প্রভাত চৌধুরী।৯

এছাড়াও আরো অনেক উত্তর আধুনিক পর্বের কবি রয়েছেন যাদের কবিতায় পোস্টমর্ডান লক্ষণগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল অমিতাভ গুপ্ত, অনিকেত পাত্র ,অভিজিৎ চৌধুরী, অমিত নাথ ,অমিতাভ মৈত্র, অর্ণব চক্রবর্তী ,অলোক বিশ্বাস, ইন্দ্রানী দত্ত পান্না, ঋদেনদিক মিত্র,ঋষভ গান্ধার নার্জারী, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল জানা ,কানাই ঘোষ, কামাল হোসেন , কৌশিক চক্রবর্তী ,কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক দত্ত, গদাধর দাস , গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়,গোপাল আচার্য ,জয়দীপ চক্রবর্তী ,ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, তাপস রায়, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ,নিখিল কুমার সরকার ,নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় , প্রণব কুণ্ডু, মুরারি সিংহ ,রজত শুভ্র মজুমদার, রথীন চট্টোপাধ্যায় ,সমীর রায় চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

দ্রুত ধাবমান সন্ধ্যার মতো কবিতাও কোন ও একটি বিষয়ের কেন্দ্রে আবদ্ধ না থেকে ঝুঁকে পড়ে কেন্দ্রহীন পথে ,মুক্ত প্রান্তরের দিকে যেন কোন ও একটি বিষয়ের মধ্যে ভাবনা আর স্বস্তি পেতে পারেনা। চলার পথে মানুষের যাপিত জীবনে প্রতিদিন আড্ডায় যেমন একটি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাওয়ার প্রবণতা- সেই বহুত্ববাদীতার সংকেতই কবিতার বিশ্ব। পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চান কবিও সময়ের সেই কোলাজকেই। এভাবে সময় ,সময় পরিপার্শ্ব এবং বিজ্ঞান মিলেমিশে সৃষ্টি করেছেন নতুন প্রবণতা যাকে বলা হচ্ছে উত্তর আধুনিকতা বা পোস্টমর্ডান। ১০

সূত্র নির্দেশ :

১)https://sarabangla.net/post/sb-754223/

২)https://www.bhorerkagoj.com/2020/06/ //

৩) বন্দোপাধ্যায় গুরুদাস : দিশা থেকে বিদিশায়, কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা,২০০৩,পৃ.৯৪

৪)https://www.bindumag.com/2020/08/blogpost

৫)https://www.bindumag.com/2020/08/blogpost-12html?m=1

৬)https://irabotee.com/dumb-boy-apatar-rown-poem-by-jahar-sen-majumder/

৭)https://www.anandabazar.com/west-bengal/%E0

৮)https://bengali.indianexpress.com/literature/eminent-bengali-poet-prabhat-chowdhury-passed-away-399604/lite/#amp-tf

৯) https://irabotee.com/poet-editor-prabhat-chowdhury-passed-away/

১০) কবিতা আশ্রম,৮ম বর্ষ,৩য় সংখ্যা, আগস্ট ২০১৬(১৪২৩)